"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়া এখন মাটিতে মিশে ধুলোয়(অকেজো) পরিণত হয়ে যাবে, সেইজন্য এই ধুলোয় মিশে যাওয়া দুনিয়ার থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ বের করে দাও"

*প্রশ্নঃ - মানুষের কোন্ চাওয়া (আশা) একমাত্র বাবাই পূর্ণ করতে পারেন?

*উত্তরঃ - মানুষ চায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু অশান্ত কে করেছে, তা জানে না। তোমরা ওদেরকে বলে থাকো যে ৫ বিকারই তোমাদের অশান্ত করেছে। ভারতে যখন পবিত্রতা ছিল তখন শান্তি ছিল। এখন বাবা পুনরায় পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ স্থাপন করে থাকেন, যেখানে সুখ-শান্তি সবই থাকবে। মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বাবা ব্যতীত কেউই বলতে পারেনা।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে.....

ওম্ শান্তি । এ কার সৎসঙ্গ ? মানুষ সৎসঙ্গে যখন যায় তখন কোনো না কোনো সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিরা গদিতে বসে শাস্ত্র ইত্যাদি শুনিয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে এইম অবজেক্ট কিছুই থাকে না। সৎসঙ্গ থেকে প্রাপ্তি কি, তা কারোর জানা নেই। এমনও নয় যে কেবল গুরুর ফলোয়ার্সরাই ওনার কাছে আসে। না, যে চায় সে-ই গিয়ে বসে পড়ে, ফলোয়ার্স হোক বা যে কেউই হোক, যেকোনো ধর্মেরই হোক। মনে করে অমুক মহাত্মা এসেছে, তৎক্ষণাৎ দৌড়ে যায়। একে বলা হয়ে থাকে সৎসঙ্গ। মহাত্মা ইত্যাদিরা কোনো না কোনো বেদ-শাস্ত্রের কথা বুঝিয়ে থাকে। বাস্তবে সত্য পরমাত্মা তো হলেনই অদ্বিতীয়। বাকি হলো মানুষের সঙ্গে। সত্য পরমাত্মাই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শুনিয়ে থাকেন।সত্যনারায়ণের কথা হয়ে থাকে পূর্ণিমার দিন। এখন তোমরা জেনেছো যে সত্যিকারের পূর্ণিমা হলো এ'টা যখন রাত থেকে দিন হয়। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে থাকো। বাস্তবে জ্ঞান সূর্যের কখনো গ্রহণ লাগতে পারে না। গ্রহণ তো এই সূর্য-চাঁদ ইত্যাদির লাগে, যা পৃথিবীকে আলো দেয়। জ্ঞান-সূর্য হলেনই সকলকে আলোক প্রদানকারী। ওঁনার মহিমা গাওয়া হয়, জ্ঞান-সূর্য প্রকট হয়েছে..... এখানে তো তোমরা সকল বাচ্চারাই বসে রয়েছো। বাইরের মানুষকে অ্যালাউ (অনুমতি) করা হয় না। তারা তো কিছুই বুঝবে না। বাবা বলেন -- বাচ্চারা আমি তোমাদের সম্মুখেই আসি, এসে পাপ আত্মাদের পুণ্য আত্মায় পরিণত করি। মন্দিরে বসবাসের উপযুক্ত করে তুলি। ও'টা হলো পবিত্র দুনিয়া, শিবালয়। শিব স্বর্গের রচনা করেন, তাতে কারা থাকেন ? দেবী-দেবতারা। যাঁদের চিত্র মন্দিরে রাখা হয়। তোমরা জানো যে ৫ হাজার বছর পূর্বে এই দেবী-দেবতারা ভারতে থাকতেন, স্বর্গের রাজত্ব করতেন। কখন রাজত্ব করেছেন, কিভাবে রাজ্য পেয়েছেন -- তা দুনিয়া জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো -- ও'টা নতুন দুনিয়া ছিল, এ হলো পুরোনো দুনিয়া। ভারতবাসীরা বলে -- নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত হোক, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি রাজ্য হোক। আত্মার বুদ্ধিতে আসে -- এখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু এই বেচারাদের জানা নেই যে এই অলমাইটি অথরিটি রাজ্য কবে আর কে স্থাপন করেছিল ? কোনো সময় তো অবশ্যই ছিল। তোমরা জানো যে ভারত সোনার পাখি ছিল। এখন তোমরা কার সঙ্গে বসে রয়েছো ? কোন্ মহাত্মা এসেছেন ? শ্রীকৃষ্ণ তো বলবে না যে ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে, তোমরা জানো সমগ্র এই দুনিয়া মাটিতে মিশে ধুলোয় পরিণত হবে। মানুষ শান্তি চায়, কিন্তু শান্তি কে স্থাপন করতে পারে? প্রথমে তো জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমাদের অশান্ত কে করেছে? কিছুই বলতে পারেনা যে এই পাঁচ বিকারই অশান্ত করেছে। ভারতে তখনই শান্তি ছিল যখন পবিত্রতা ছিল। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গেই মানুষ অত্যন্ত সুখী ছিল। এখন অপবিত্র পতিত প্রবৃত্তিমার্গ হয়ে গেছে। নিদর্শন রয়েছে -- মন্দিরে দেবতাদের মহিমা করে, আমরা হলাম নীচ, পাপী, নির্গুণী, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ গায়নও করে কিন্তু জানে না। যখন বাবা আসেন তখন বাচ্চাদের উপর মেহনত করেন। বাবা আসেনই বাচ্চাদের কাছে। এখানে কোনো সাধু-সন্তাদি বসে নেই। এরা তো হলো দেহধারী। তোমাদের নজর উপরে রয়েছে। আমরা শিববাবার থেকে শুনি। কোনো দেহধারীর দিকে দৃষ্টি নেই। কৃষ্ণ হলো দেহধারী সন্তান, গর্ভ থেকে জন্ম নেয়। প্রত্যেক আত্মার নিজের দেহ রয়েছে। শিববাবার নিজের দেহ নেই। নাম তো দেহের উপরেই হয়ে থাকে। আত্মার নাম তো হলো আত্মাই। বলাও হয়ে থাকে মহান আত্মা, পাপ আত্মা। পাপ পরমাত্মা তো কখনও বলা হয় না। তাহলে নিজেকে পরমাত্মা কিভাবে বলতে পারে ? পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন অদ্বিতীয়। তিনি হলেন সুপ্রিম পিতা, তিনি পরমধামে থাকেন। তোমরা বলো পরম আত্মা, সুপ্রিম, তিনি হলেন নিরাকার। এ'সব মিলিয়েই নাম হয়েছে -- পরমাত্মা। ওঁনাকেই সকলে স্মরণ করে থাকে। নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু, বুদ্ধি উপরে চলে যায় পরমপিতার দিকে। যেমন সমস্ত রহস্য বলে দেন সেই পরমপিতা পরমাত্মাই। নির্বাণধামকে মুক্তিধাম বলা হয়ে থাকে। যে-যে আত্মারা প্রথমে

আসে তারা থাকে জীবনমুক্তিতে, পরে আবার জীবন মুক্তি থেকে জীবনবন্ধে আসে। বাচ্চারা জানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকেই সত্যযুগে। যখন এক রাজ্য থাকে। তাকেই অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়ে থাকে। তারপর দ্বৈত রাজ্য অর্থাৎ শয়তানের রাজ্য হয়। প্রথমে তো এক ধর্ম ছিল, এখন তো রয়েছে অসংখ্য ধর্ম। পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে বাচ্চারা এই সমগ্র সৃষ্টি চক্রকে ভালভাবে জেনে থাকে। আর কোথাও এইম অবজেক্ট নেই।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এই বৃক্ষের বীজরূপ পরমাত্মা উপরে থাকেন। সর্বপ্রথমে সত্যযুগের রচনা হয়। তারপর সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হয়। সমগ্র সৃষ্টিকে পুরোনো, তমোপ্রধান হতেই হবে। এখন তোমরা পুরোনো দুনিয়ায় রয়েছো। নতুন তো বলবে না। নতুন সৃষ্টি তো সত্যযুগে ছিল, কলিযুগকে পুরোনো সৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। পুরোনো হতেও সময় লাগে। ভারতে আজকাল সকলেই চায় যে নতুন দুনিয়া হোক, তাতে নতুন ভারত হোক। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হোক। দেবী-দেবতাদের রাজ্য অলমাইটি অথরিটিই (সর্বময় কর্তাই) স্থাপন করেছিলেন। সেইসময় দ্বিতীয় কোনো রাজ্য থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ অলমাইটি অথরিটি অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর... এই মহিমা একমাত্র পরমাত্মারই হয়ে থাকে। উত্তরাধিকারও তোমাদের ওঁনার থেকেই প্রাপ্ত হয়। বাবা স্বয়ং বলেন যে আমি প্রতিকল্পে আসি, এসে এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। পুনরায় অর্ধেক কল্প পরে তোমরা সেই রাজ্য-ভাগ্য হারিয়ে ফেলো, মায়ার কাছে পরাজিত হও। মনের কাছে হেরে যাওয়ার কথা নয়। মন তো সম্পূর্ণরূপে অশ্ব হয়ে যায়, মায়া মনকে উড়িয়ে দেয়। মায়াও বলে -- বাহ্ ! আমাদের সেনা থেকে কেউ ওখানে কিভাবে যেতে পারে? ভালো ভালো মহারথীদেরও জয় করে নেয়। তোমাদের হলো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। এছাড়া এ কোনো স্থূল অস্ত্রশস্ত্রের লড়াইয়ের কথা নয়। এ হলো মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার লড়াই। এছাড়া ওই লড়াই(স্থূল) তো হয়েই আসছে। প্রথমে তলোয়ারের ছিল, তারপর বন্দুক বেরোলো, এখন তো বোমা বেরিয়েছে।

বাচ্চারা, সেইজন্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। আর কোনো সৎসঙ্গে এরকম বলবে না যে আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এখন আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি, এখন পুনরায় পবিত্র হতে চলেছো। তোমরাও নয়নহীন ছিলে, এই চোখের (স্থূল) কথা নয়। এ হলো জ্ঞানের দিব্যনেত্রের কথা। আত্মা তো নিজের বাবাকে ভুলে গেছে। সন্ন্যাসীরা তো আত্মাই পরমাত্মা বলে দেয়। বাবা-ই এসে তৃতীয় নেত্র খোলেন। ওরা আবার দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখায়, যেমনভাবে বিষ্ণুর অলংকার দেখিয়েছে তেমনভাবেই দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওনাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তো খোলে না। সত্যযুগে যদি এই জ্ঞান থাকতো যে আমরা এইভাবে পতনে যাব, তারপর আমরা নরকবাসী হয়ে যাব তাহলে রাজ্য-ভাগ্যের খুশিই চলে যেতো। এই নলেজ এখনই থাকে। তোমরা অর্থাৎ মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া আদরের বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার কাছে ৫ হাজার বছর পর এসেছি পুনরায় নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য নিতে। পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে আমাদের আসতে হবে। আমরা হলাম অলরাউন্ড অ্যাক্টর্স। আমরাই দেবতা হয়েছিলাম, আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছিলাম, এখন আমরাই পুনরায় ব্রাহ্মণ হতে চলেছি। এই জ্ঞান কারোর নেই। গীতা পাঠশালা মানে ভগবানের পাঠশালা। এ হলো ভগবানুবাচ। ওরা আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তারপর শ্রীকৃষ্ণের উপর কত কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে, বলে যে ওঁনার এতগুলি সন্তান ছিল, এতগুলি রানীকে চুরি করেছেন। এখানে তো তোমরা সকলেই নিজে থেকেই পালিয়ে এসেছো, কেউ ভাগিয়ে নিয়ে আসেনি। গভর্নমেন্টের রাজত্বে যদি কেউ কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে আসে তাহলেও কেস করা হয়। এদের বিষয় হলো আশ্চর্যের, কত বাচ্চা এসেছে, ভাট্টি হতো। বৃদ্ধ, যুবক, বাচ্চা - সব ভ্যারাইটিই পালিয়ে চলে এসেছে। কোথাও বৃক্ষের পর বৃক্ষও চলে এসেছে। তাহলে এখানকার কথা শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্ত করে উল্টোপাল্টা লিখে দিয়েছে। সংবাদপত্রেও অত্যন্ত ধুমধাম (করে লেখা) হয়েছে। আমেরিকার সংবাদপত্রেও লেখা হয়েছে যে কলকাতার একজন জহরৎ-ব্যবসায়ী বলে যে আমার ১৬১০৮ জন রাণী চাই, এখন ৪০০ জনকে পাওয়া গেছে। তাহলে এ'সব হলো খেলা। নাথিং নিউ (কিছুই নতুন নয়)। কল্প পরেও পুনরায় এমন হবে। এভাবেই তোমাদের ভাট্টি হবে। তোমরা দেখছো যে কিভাবে স্থাপনা হয়। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে চলেছো। জীবন মুক্তিদাতাকে আপন করে নিলে সেকেন্ডে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার দাবীদার হয়ে যাও। জনকেরও সেকেন্ডে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তারা বলেও থাকে -- আমাদের জনকের মতন জ্ঞান প্রদান করো। জনক তো ত্রেতায় রাজত্ব পেয়েছিল।

প্রথম-প্রথম বাবা বুঝিয়েছিলেন -- বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমাদের সামনে কে বসে রয়েছেন? শিবের মন্দিরের সামনে ষাড় রেখে দেওয়া হয়েছে। ষাড়ের উপরে মানুষ বসবে, নিরাকার শিব কিভাবে বসবেন? তাই আবার শঙ্করকে বসিয়ে দিয়েছে। কিছুই বোঝে না। গানেও শোনা গেছে যে নয়নহীনকে পথ দেখাও... সকলেই হলো

বুদ্ধিহীন অন্ধ। এ হলো প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য। পূর্বে রাজ্য রাজা চালাতো। কেউ কড়া বিকর্ম করলে তখন রাজা রায় দিত। এখন তো হলো প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য। একে-অপরের জাজ। বিস্ময়কর, তাই না ! এ হলো অসীম জগতের নাটক। তা তোমরা জানো, আর কেউই বলতে পারেনা। উকুনের মতন (ধীর গতিতে) এই ড্রামা চলতেই থাকে। টিক্ টিক্ হতে থাকে। দুনিয়ার চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেউ জানে না। মানুষ বলে থাকে যে পাতাও ঈশ্বরের আদেশে চলে। কিন্তু এ হলো ড্রামা। মাছি এখান থেকে চলে গেল আবার কল্প-পরে তা রিপিট হবে। ড্রামাকে বুঝতে হবে। মানুষই বুঝবে। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (বিশ্বের সর্বময় কর্তা)। তিনি বলেন - আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছি। আমি স্বয়ং এসে পতিতকে পবিত্র করে তুলি। এখন তোমরা বাবার থেকে শক্তি নাও মায়ার উপরে বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য। মায়ারূপী শত্রু তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে, না হেল্থ আছে, না ওয়েল্থ আছে। এখন তোমরা বোঝো যে আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। ওখানে তো হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস সব থাকবে।

পরমাত্মাকেই বলা হয় যে এসে পথ বলে দাও, কৃপা করো, এসে মুক্তি-জীবনমুক্তি দাও। আত্মাই আহবান করে - ও বাবা! এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে স্বর্গে সুখী করে দাও। গাওয়াও হয়ে থাকে - দুঃখ-হরণকারী, সুখ-প্রদানকারী। তারপর ওঁনাকে স্বর্গে স্মরণ করার দরকারই থাকে না। সমস্ত বাচ্চাদের সুখী করে দেন। পূর্বে ৬০ বছর বয়সে বাচ্চাদের রাজ্য-ভাগ্য (রাজ্য দিয়ে) দিয়ে নিজে বাণপ্রস্থে চলে যেতো। তাই অসীম জগতের বাবাও বলেন -- আমি জানি তোমাদের সকলকে মায়া অত্যন্ত দুঃখী করেছে, তাই এখন নিয়ে যেতে এসেছি। নির্বাণধাম বা বাণপ্রস্থ হলো একই কথা। বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বাণীর ঊর্ধ্বের স্থান, সুইট সাইলেন্স হোম। তারপর যাবে নিজের সুইট রাজধানীতে। এখন তো হলো দুঃখধাম। তোমরা বলো যে আমরা স্বদর্শন চক্রধারী হই আর বানাতেও থাকি। সম্পূর্ণ তো শেষেই হবো। বলে হয়ে থাকে স্বদর্শন চক্রধারী হলো বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ। এ'টা কিভাবে হতে পারে? এ'কথা তো তোমরাই বুঝতে পারো। স্বদর্শন চক্রধারীদের নেশা থাকা উচিত -- শিববাবা আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে দেন। আমরা শেষে গিয়ে সম্পূর্ণ হবো, সেইজন্য অলংকার দেবতাদের দিয়ে দিওয়া হয়েছে। কারণ তোমরা এখনো সম্পূর্ণ হওনি।অলংকার তোমাদের কাছে শোভাই পাবে না। দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ, সেইজন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অসীম জগতের ড্রামার রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে নাথিং-নিউ (কিছুই নতুন নয়) এর পাঠকে পাকা করতে হবে। বাণীর ঊর্ধ্বে থেকে বাণপ্রস্থ অবস্থায় যেতে হবে।

২) মায়ারূপী শত্রুর উপরে বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞান-নেত্রহীন আত্মাদের জ্ঞানের নেত্র দান করতে হবে।

বরদানঃ- মনকে অ-মন বা দমন না করে সু-মন(সকারাত্মক/সুন্দর-মন) গঠনকারী দূরদর্শী ভব

ভক্তিতে ভক্তেরা কত পরিশ্রম করে, প্রাণায়াম করে থাকে, মনকে নকারাত্মক করে তোলে। তোমরা সকলে মনকে কেবল অদ্বিতীয় বাবার দিকে নিবেশ করেছো, বিজি(ব্যস্ত) করে দিয়েছো, ব্যস্। মনকে দমন করোনি, সু-মন করে দিয়েছো। এখন তোমাদের মন শ্রেষ্ঠ সংকল্প করে সেইজন্য এ হলো সু-মন, মনের এদিক-ওদিক বিচরণ করা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিকানা পেয়ে গেছে। আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি কালকেই জেনে গেছো তাই দূরদর্শী, বিশাল বুদ্ধি হয়ে গেছো সেইজন্য মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে গেছো।

স্লোগানঃ- যারা সদা খুশীর পুষ্টিকর পথ্য খায়, তারা সর্বদা সুস্থ এবং হাসিখুশী থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;